যুগান্তর

তারিখ 29 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের নতুন নীতিমালা স্থগিত করেছে হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের সব বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন সরকারি নীতিমালার কার্যকারিতা হাইকোর্ট স্থগিত করে দিয়েছেন। গত ২০ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক পরিপত্র জারি করে নতুন এই নীতিমালার প্রবর্তন করে। হাইকোর্টের এই স্থগিতাদেশের ফলে সারাদেশের প্রায় সোয়া দু'লাখ বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এযাবৎ প্রচলিত ব্যবস্থাই আপাতত বহাল থাকল। বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রশিদ এবং বিচারপতি দ্বিজেন্দ্র কুমার মিয়া সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সরকারের ওপর রুল জারি করে এই স্থগিতাদেশ দেন। রুলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই পরিপত্রটি জারি করা কেন কর্তৃত্ববহির্ভূত ও সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়। জামালপুর জেলার বুড়াইল বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল নূর মোহাম্মদ রব্বানী এই নীতিমালার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করায় হাইকোর্ট রুল ও স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একাধিক অধ্যাদেশ, রেগুলেশন এবং বিধির আওতায় পরিচালিত হয়। এসব আইনের অধীনে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিচালনা কমিটির ব্যবস্থা রয়েছে। এই কমিটি গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য সাত ধরনের ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয়। জেলা শহরে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলায় থানা নির্বাহী হাইকোর্ট : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

হাইকোর্ট : স্থগিত করেছে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত এই কমিটিতে থাকেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতার প্রতিনিধি, দাতা প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি, অভিভাবক প্রতিনিধি, শিক্ষা বোর্ড মনোনীত একজন এবং শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মনোনীত অপর একজন মিলিয়ে মোট দু'জন বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হলে একটি নির্বাচক কমিটি গঠনের কাঠামো সংশ্লিষ্ট বিধানেই রয়েছে। পদাধিকারবলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নিজেই নির্বাচক কমিটিরও চেয়ারম্যান। পাঁচ সদস্যের এই কমিটিতে আরও থাকেন শিক্ষক প্রতিনিধি, পরিচালনা কমিটির একজন প্রতিনিধি, জেলায় অবস্থিত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা তার প্রতিনিধি এবং এলাকার যে কোন স্কুল বা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। এযাবৎ প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা হচ্ছে, ইন্টারভিউ বোর্ড লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক বাছাই করে নিয়োগের জন্য পরিচালনা কমিটির (ম্যানেজিং কমিটি) কাছে পাঠাবে।

গত ২০ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে এই ব্যবস্থা বদলে দিয়ে একটি নীতিমালা জারি করা হয়। এতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্যানেল তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি, জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি বহুতম ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক, জেলা সদরের একটি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, জেলা সদরে অবস্থিত বৃহত্তম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জেলা সদরে অবস্থিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরির একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। এই পরিপত্রকে সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা ও আইন সংরক্ষণের জন্য আবেদন হিসেবে রিটটির মাধ্যমে হাইকোর্টে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। তদানিকালে আবেদনকারীর কৌসুলি বলেন, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পথে গঠিত ইন্টারভিউ কমিটির পরিবর্তে পরিপত্রটির ফলে সাতজন সরকারি কর্মচারী সমন্বয়ে লাল ফিতার দৌরাত্ম্যকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আবেদনকারীর পক্ষে তদানি পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট এবিএম নূরুল ইসলাম। তাকে সহায়তা করেন অ্যাডভোকেট মীর মাহফুজুর রহমান, অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম মণ্ডল এবং অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন আহমেদ।